بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৫ই ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবচরিতের প্রেক্ষাপটে তাঁর শেষ জীবনের আরো কিছু যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় হযরত কা'ব বিন মালেক এবং আরো কতিপয় সাহাবীর তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার এবং এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করেছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনার বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, তিনজন মু'মিন এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন মুনাফিকরা বিভিন্ন অজুহাত উত্থাপন করলেও তারা স্বীকারোক্তি দিয়ে নিজেদের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, **আল্লাহ্‌র নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো।** তাঁর নির্দেশে যতদিন না তারা ক্ষমা লাভ করেছেন লোকজনও তাদের সাথে মেলামেশা করেন নি আর মহানবী (সা.)ও তাদের সাথে কোনো কথা বলেন নি। তারা দিনের পর দিন চরম অনুশোচনা নিয়ে খোদার দরবারে তওবা ও এস্তেগফার করতে থাকেন। অবশেষে পঞ্চাশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা তাদের ক্ষমার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ ঘটনার বরাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তের সদস্যদের উপদেশ দিয়ে বলেন, এখানে কাদিয়ানে আমি দেখেছি, যাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করতে বলা হয়েছে তারা আহমদীদের মহল্লায় চলে যায় কিন্তু আহমদীদের এতে কোনো বিকার নেই। এখানকার আহমদীরা সাপকে আশ্রয় দেন, কিন্তু স্মরণ রাখবে! সাপ খোদা বা খোদার রসূল কিংবা তাঁর খলীফাকে ছোবল দিতে পারে না। এরা তাদেরকেই ছোবল মারবে যারা এদেরকে আশ্রয় দেয়। আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সুরক্ষিত, কেননা যাকে আল্লাহ্ তা'লা সুরক্ষা প্রদান করেন তাকে কে আক্রমণ করতে পারে? (সে সময় কিছু লোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল তাই তাঁকে এসব কথা বলতে হয়েছিল।)

হুযূর (আই.) বলেন, **তাবূকের যুদ্ধাভিযান এতটা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও কল্যাণকর সাব্যস্ত হয় যে, এর ফলে সমগ্র আরব জুড়ে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে এবং কিছুদিনের মধ্যে গোটা আরবে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তায়েফের লোকেরা আত্মসমর্পণ করে এবং আরবের অন্যান্য গোত্রও পালাক্রমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে।**

এরপর ১০ম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে বনু হারেসের বিরুদ্ধে একটি সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল যাকে সারিয়্যা খালিদ বিন ওয়ালিদ বলা হয়। মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, তাদের সাথে লড়াইয়ের পূর্বে তিনবার তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। এরপরও যদি তারা যুদ্ধ করতে উদ্যত হয় তাহলে তাদের ওপর আক্রমণ করবে। হযরত খালিদ (রা.) সেখানে গিয়ে তাদের সামনে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা তুলে ধরেন যা শুনে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। এরপর হযরত খালিদ (রা.) মহানবী (সা.)-কে পত্র মারফত তাদের ইসলামগ্রহণের সংবাদ অবগত করেন আর বলেন, এখন আমি তাদের মাঝে অবস্থান করে তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষামালা সম্পর্কে অবগত করছি। আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ

গ্রহণ করবো। এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, **যেহেতু তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাই তাদেরকে পুণ্যের সুসংবাদ প্রদান করো এবং ঐশী শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করো আর তাদের কয়েকজনকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসো।** হযরত খালিদ (রা.) তাদের কয়েকজনকে নিয়ে মদীনায় ফেরত আসেন। তিনি (সা.) তাদের সাথে বিস্তারিত কথা বলেন। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে হযরত কায়েস বিন হুসায়েন (রা.)-কে বনু হারেসের নেতা নিযুক্ত করে শাওয়াল বা যুল কাদা মাসের শেষের দিকে তাদের ফেরত পাঠান। এ দলটি তাদের জাতির কাছে পৌঁছার ৪ মাস পর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন।

মহানবী (সা.)-এর সর্বশেষ গযওয়া ছিল তাবূকের যুদ্ধাভিযান আর সর্বশেষ সারিয়্যা ছিল উসামা বিন যায়েদ (রা.)-র সেনাভিযান। এর প্রেক্ষাপটে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মূতার যুদ্ধের প্রাক্কালে খোদার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে মহানবী (সা.) লোকদেরকে পর্যায়ক্রমে হযরত যায়েদ (রা.), হযরত জাফর (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-র শাহাদতের সংবাদ প্রদান করেন আর তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ছিল। তিনি (সা.) বলেন, এরপর আল্লাহ্‌র তরবারিগুলোর মাঝ থেকে এক তরবারি খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইসলামের পতাকা ধরে আর আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করেন। বিদায় হজ্জের পর মদীনায় এসে তিনি (সা.) বুঝতে পারেন, মুসলমানদের জন্য দক্ষিণ দিক থেকে কোনো বিপদের আশংকা না থাকলেও উত্তর দিক থেকে বিপদের আশংকা আছে। মদীনায় পৌঁছার কয়েকদিন পর তিনি (সা.) মূতার যুদ্ধের শহীদদের প্রতিশোধ নিতে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-র নেতৃত্বে মুসলমানদেরকে এক সেনাভিযানে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেন।

এই সেনাভিযানের প্রস্তুতি মহানবী (সা.)-এর অন্তিম অসুস্থতার সময় শুরু হয় আর তাঁর ইন্তেকালের দু'দিন পূর্বে শেষ হয়। সফর মাসের শেষে তিনি (সা.) তাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। যাত্রাকালে তিনি (সা.) হযরত উসামা (রা.)-কে ডেকে বলেন, তোমার পিতার শাহাদতের স্থান অভিমূখে যাত্রা করো এবং শত্রু বাহিনীকে ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে ফেলো। তোমাকে আমি এই সেনাবাহিনীর নেতা নিযুক্ত করলাম। সৈন্যদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.), হযরত কাতাদা বিন নো'মান (রা.) এবং হযরত সালেমা বিন আসলাম (রা.)ও ছিলেন। তিনি (সা.) আরও বলেন, **দ্রুত সফর করো যেন তারা তোমাদের ব্যাপারে অবগত হওয়ার পূর্বেই তাদের কাছে পৌঁছতে পারো। যদি আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে সফলতা দান করেন তাহলে সেখানে সংক্ষিপ্ত সময় অবস্থান করবে।** অধিকন্তু তিনি (সা.) নিজের হাতে তার জন্য একটি পতাকা বাঁধেন এবং বলেন, **আল্লাহ্‌র নামে জিহাদ করো এবং তাদের সাথে লড়াই করো যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে আর কাউকে ধোঁকা দিবে না।**

কাজেই, হযরত উসামা (রা.) সবাইকে নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা যখন **জুরুফ** নামক স্থানে একত্রিত হন, তখন মহানবী (সা.)-এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় হযরত উসামা (রা.) মদীনায় ফেরত আসেন আর এসে তাঁর কপালে চুম্বন করলে তিনি (সা.) তার

মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন। হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের সেনাবাহিনী অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করেন এবং সঙ্গীদেরও যাত্রা করার নির্দেশ দিয়ে তিনিও যাত্রা করতে উদ্যত হন, এমতাবস্থায় তাঁর মা হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-র পক্ষ থেকে জনৈক ব্যক্তি বার্তা নিয়ে আসে, মহানবী (সা.) জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অতিক্রম করছেন বলে মনে হচ্ছে। একথা শুনে হযরত উসামা (রা.) পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু উবায়দা (রা.)ও তাঁর শিয়রে উপস্থিত ছিলেন এবং মহানবী (সা.) অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) খোদার সাথে মিলিত হন। যে কারণে মুসলমান সেনাবাহিনী **জুরুফ** নামক স্থান থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর আরবের অনেক লোক মুরতাদ হয়ে যায়। সাহাবীরা বলেন, এ সময় যদি উসামার সৈন্যবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে সেনাভিযানে যায় তাহলে মদীনা ফাঁকা হয়ে যাবে। প্রবীণ সাহাবীরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, তাদেরকে থামানো হোক। তিনি (রা.) মিম্বরে উঠেন এবং রাগের স্বরে তাদের উত্তর দিয়ে বলেন, **তোমরা কী চাও মহানবী (সা.) যে সেনাবাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিয়েছিলেন আবু কোহাফার ছেলে যেন প্রথমেই সেটিকে আটকে দেয়? আর মদীনায় যদি শত্রু সেনা প্রবেশ করে এবং মুসলমান নারীদের লাশ অলিগলিতে ছ্যাঁচড়াতে থাকে তারপরও আমি তাঁর নির্দেশ স্থগিত করতে পারি না। আমি তাদেরকে অবশ্যই প্রেরণ করবো।**

যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.)-র হাতে উসামা (রা.)-র সৈন্যদল বয়আত করে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) জুরুফ নামক স্থানে গিয়ে হযরত উসামা (রা.)-র দলকে সুসজ্জিত করেন। অতঃপর তাকে বলেন, মহানবী (সা.) তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করবে। তারা সেনাভিযান থেকে সফল হয়ে ফিরে আসে। এ যুদ্ধে শত্রুদের অনেকে নিহত হয় আর অনেকে বন্দি হয়, কিন্তু মুসলমানদের তেমন কোনো ক্ষতি হয় নি। হুযূর (আই.) বলেন, যুদ্ধাভিযানের আলোচনার ধারা এখানেই সমাপ্ত হলো। ভবিষ্যতে মহানবী (সা.)-এর জীবনীর অন্যান্য দিক বর্ণনা করব।

হুযূর (আই.) এরপর দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন। প্রথম জন হলেন, **জনাব আযীযুর রহমান খালেদ সাহেব,** মুরুব্বী সিলসিলাহ্, যিনি ৭৯ বছর বয়সে আমেরিকায় ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। দ্বিতীয় জন, **ইন্দোনেশিয়ার একজন সফল দাঈ ইলাল্লাহ্ জনাব ঈদী হামীদী সাহেব,** যিনি সম্প্রতি ৭৭ বছর বয়সে উমরা করতে গিয়ে মদীনায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করা হয়েছে। হুযূর (আই.) তাদের উভয়ের ক্ষমা ও কৃপা লাভের দোয়া করেন আর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল।

হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org**-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)